গাংনী সীমান্তে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) ভোরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

৪৭ বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তের ১৩৭/২-এস পিলার থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংমহল নামক স্থানে বিজিবির একটি চৌকস টহল দল অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ১৫ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক সিজার মূল্য ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। পরে উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ডিবির অভিযানে মাদক ও জুয়াড়ীসহ ৪ জন গ্রেপ্তার, ৩ মোবাইল উদ্ধার

মেহেরপুরে দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। অভিযানে ২০ পিস ইয়াবা, ১৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও অনলাইনে জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব মাদক ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা শাখা সূত্রে জানা গেছে, ডিবির ইনচার্জ প্রদীপ কুমার সানার নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান শেখপাড়া এলাকায়

অভিযান চালানো হয়। এ সময় ছাতিয়ান গ্রামের মাফিক হোসেন (২৫)কে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে ২০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মাফিক হোসেন ছাতিয়ান (শেখপাড়া) গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া বাজারে শিমুল মিয়ার মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়ে শিমুল মিয়া (৩৩) ও মাইলমারী গ্রামের মিশুক-উজ-জামান (৩১)কে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে অনলাইনে জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া মেহেরপুর সদর উপজেলার কেশবপাড়া গ্রামের দিঘীরপাড়া থেকে বেড়পাড়াগামী পাকা সড়কে অভিযান চালিয়ে লিজন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ১৫ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ট্যাপেন্টাডলের ওজন ৬ গ্রাম এবং আনুমানিক মূল্য ৪ হাজার ৫০০ টাকা।

জেলা গোয়েন্দা শাখা জানিয়েছে, এসব ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও জুয়া প্রতিরোধ আইনে পৃথক মামলা করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ জানিয়েছে, অনলাইন ক্যাসিনো ও মাদকের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় ২৮০ পিস ইয়াবাসহ মাদক বিক্রেতা সোহেল গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ২৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৬০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় সোহেল রানা (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি এলাকায় মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত এবং তার বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার

রাধিকাগঞ্জ পৌর পশুহাট সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। গ্রেফতার সোহেল রানা রাধিকাগঞ্জ গ্রামের বারেক আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা থানার (এসআই) মো. আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা গোপন খবরের ভিত্তিতে রফিকুল ইসলামের বাড়ির সামনে সড়কে অভিযান চালান। এ সময় সোহেল রানাকে আটক করে তার কাছ থেকে ২৮০ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৬০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া ইয়াবার পরিমাণ ও মামলার অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে সোহেল রানার মাদক ব্যবসার সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।

মামলায় নাম থাকা আরও আট আসামি পলাতক রয়েছেন। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষক, মদদদাতা ও সহযোগীদেরও শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের অবস্থান কঠোর। ইয়াবাসহ গ্রেফতার সোহেল রানার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তার সঙ্গে মাদক ব্যবসায় জড়িত অন্যদেরও শনাক্ত করা হচ্ছে। কোনো মাদক ব্যবসায়ী বা তার পৃষ্ঠপোষককে ছাড় দেওয়া হবে না।

মেহেরপুরে মাদক মামলার রায়ে এক ব্যক্তির ১০ বছরের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার অভিযোগে মোনতাজ আলী নামে এক ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। জরিমানা অনাদায়ে তাকে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. গোলাম কবির এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত মোনতাজ আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের পাঞ্জাব আলীর ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার সহড়াতলা বিওপির সুবেদার মোহাম্মদ ইসরাইল শেখের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল সীমান্তের ১৪৫/৩-এস পিলারের ১০০ গজ দক্ষিণে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে মোনতাজ আলীকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ৭৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ওই ঘটনার পরদিন ১ জানুয়ারি গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারনির ১৪(গ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১, জিআর কেস নং-১/২৪ এবং সেশন কেস নং-২৮৫/২৪।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলায় মোট ছয়জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আসামি মোনতাজ আলী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আদালত তাকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও চার মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম এবং আসামিপক্ষে অ্যাডভোকেট মীর আলমগীর ইকবাল কৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে গাঁজাসহ দুইজন গ্রেফতার, সামারি ট্রায়ালে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে পৃথক অভিযানে ১৩ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

পরে তাদের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে পৃথক সাজা প্রদান করেন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের স্টেডিয়ামপাড়ার বাসিন্দা মৃত মাদার মন্ডলের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৫৮) এবং উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার ভূমিহীন পাড়ার মজনু মিয়ার ছেলে তাহাজ উদ্দীন ওরফে চেন্টু (৩২)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, গত ১১ আগস্ট বিকেলে দামুড়হুদা থানার এসআই শ্রী উত্তম কুমার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা স্টেডিয়ামপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় স্টেডিয়ামপাড়ার বাসিন্দা মৃত মাদার মন্ডলের ছেলে রফিকুল ইসলাম কে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে একটি সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর সাদা কাগজে মোড়ানো ৬ পুরিয়া, মোট ৯ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।গ্রেফতারের পর রফিকুল ইসলামকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

অপরদিকে, একই দিন রাতে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই সবুজ উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা পূর্বপাড়ায় আতিয়ারের বাড়ির সামনে থেকে কার্পাসডাঙ্গা ভুমিহীন পাড়ার মজনু মিয়ার ছেলে তাহাজ উদ্দীন ওরফে চেন্টু কে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে দুই পুরিয়া, মোট ৪ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীতে তাহাজ উদ্দীন ওরফে চেন্টুকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গাঁজা সহ আটক আসামিদের গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। তিনি আরও

জানিয়েছেন, মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের এ ধরনের বিশেষ অভিযান নিয়মিত পরিচালিত হবে।

[redacted]

[redacted]

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নজরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে এবং চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় এলাকাবাসীর প্রতিরোধে মাদক ছাড়ার মুচলেকা এক পরিবারের

আলমডাঙ্গায় এলাকাবাসীর কঠোর প্রতিরোধের মুখে মাদক ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়ানোর মুচলেকা দিয়েছেন মিনি খাতুন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা আলাউদ্দিনের স্ত্রী মিনি খাতুন দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যও এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

এলাকাবাসী ও যুবসমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। স্থানীয় যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরাও মাদকবিরোধী কার্যক্রমে অবস্থান নেন। থানা পুলিশের সহযোগিতায় তাঁরা মাদক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছেন বলে স্থানীয়রা জানান।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রবিবার বিকেল ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্টেশনপাড়া এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মিনি খাতুন ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাদক ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুচলেকা দেন।

এ সময় মিনি খাতুন, তাঁর ছোট বোন কুটিলা খাতুন, মেয়ে মায়া খাতুন, জামাতা আহাদ আলী এবং ছপুর স্ত্রী রিনা খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

মিনির জামাতা আহাদ আলী বলেন, ‘আমরা আর মাদক ব্যবসায় জড়াতে চাই

না। সবার মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাই। পরবর্তী সময়ে যেন পুলিশি হয়রানির শিকার না হই, সে জন্য স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ করছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার শাশুড়ি অসুস্থ ও বৃদ্ধা। তিনি ঠিকমতো চলাচলও করতে পারেন না। আমাদের নাম ব্যবহার করে অনেকেই নির্বিঘ্নে মাদক ব্যবসা করে যায়। বিষয়টি সবার নজরে রাখার অনুরোধ করছি।’

এ সময় এলাকাবাসীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব রাজু আহমেদ, পৌর যুবদলের সদস্য লিলি, সজিব ও সজল এবং ছাত্রদলের আকাশ, রাফিদ, স্বপন, রাজন, নাঈম ও আমানসহ অনেকে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব রাজু আহমেদ বলেন, ‘মিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে। এলাকাবাসীর কঠোর প্রতিরোধের মুখে তাঁরা মাদক ব্যবসা ছেড়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চান। তাঁদের একটি সুযোগ দেওয়া মানবিক দায়িত্ব। তাই তাঁরা মুচলেকা দিয়ে মাদক ব্যবসায় না জড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন।’

গাংনীর রংমহল সীমান্তে ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রবিবার (৯ জুলাই) সকাল ৮ টায় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ধলা গ্রামের সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যাক্ত অবস্থায় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ রংমহল বিওপির হাবিলদার মো. দিদারুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়।

এ সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তের মেইন পিলার ১৩৭/২-এস থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংমহল মাঠে মালিকবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকা ১৬ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানায়, উদ্ধার করা গাঁজার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে টাপেন্টাডলসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১ হাজার ৬২০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ রাজু আহমেদ (৩৫) নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাজু আহমেদ জেলার কুমারখালী উপজেলার ঝাউতলা গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দৌলতপুর থানার ওসি মো. খালেদুর রহমানের নির্দেশনায় এসআই মহসিন চৌধুরীসহ পুলিশের সদস্যরা উপজেলার হোসেনাবাদ হিসনাপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালান।

অভিযানকালে রাজু আহমেদকে আটক করে তাঁর কাছ থেকে ১ হাজার ৬২০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় দৌলতপুর থানায় মামলা হয়েছে।

দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. খালেদুর রহমান জানান, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দৌলতপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে।

তিনি আরও জানান, রাজু ভারত সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে মাদক সংগ্রহ

করে জেলার বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে আসছিলেন।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ নারী গ্রেফতার, ৬ মাসের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ১৫ গ্রাম গাঁজাসহ হানিফা খাতুন (৩৮) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। গ্রেফতারকৃত হানিফা খাতুন দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর (ইসলামপাড়া) গ্রামের পীর মোহাম্মদের স্ত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ৭ আগস্ট রাতে বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই প্রদীপ বিশ্বাস ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন।রাত সাড় ৮টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজারে অবস্থানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, দামুড়হুদা থানাধীন বিষ্ণুপুর ইসলামপাড়া গ্রামের হানিফা খাতুনের বাড়ির সামনে একজন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হানিফা খাতুনকে আটক করে। এ সময় তার হেফাজত থেকে ১৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাতেই পুলিশ বিষ্ণুপুর ইসলামপাড়া গ্রামে হানিফা খাতুনের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধারকৃত গাঁজা জব্দ করে। পরে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য হানিফা খাতুনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদক নির্মূলে পুলিশের অফিসের অব্যাহত থাকবে। আটককৃত আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।